Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mali: bdoot_pwash@yahoo.com
Website : www.bdembassyusa.org

بسم الله الرحمن الرحيم

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

Dated : 19 November 2014

PRESS RELEASE

Ambassador Mohammad Ziauddin meets Congressman Ed Royce, Chairman of the US House Committee on Foreign Affairs (19 November 2014)

Bangladesh Ambassador to the United States, Mohammad Ziauddin, met the Congressman Edward Randall "Ed" Royce who is currently the Chairman of the United States House Committee on Foreign Affairs at the Capitol Hill, today 19 November 2014.

Congressman Ed Royce and the Bangladesh Ambassador discussed among others, various phenomenon of terrorism and radicalism facing the world. They discussed about the linkages between the political parties operating in the name of religion and extremist offshoots around the world, source of funds and activities. Congressman Royce suggested that if required, countries should enact adequate laws to confiscate the institutions which generate funds for radical parties.

Ambassador Ziauddin explained the context of the rehabilitation of the anti-liberation and radical forces in the post 1975 scenario following the brutal murder of the Father of the Nation Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman. He also informed about government's firm position against terrorism and religious extremism. Ambassador said that present Government led by Prime Minister Sheikh Hasina vowed "0" tolerance against any form of extremism and terrorism. Bangladesh is working closely with its neighbors, the United States and other friendly countries to eliminate terrorism and extremism, he added.

Ambassador Ziauddin said that Bangladesh has been implementing the US Action Plan to ensure worker's rights and safety in RMG sector. He said that significant progress has already been made in this sector. Government is steadfast to ensure the labour rights and safety in RMG sector to make the industry productive and sustainable. In this respect Ambassador Ziauddin urged the Congressman to reinstate the GSP for Bangladesh; Congressman Ed Royce said that he will look into the matter.

Bangladesh Ambassador stated that the United States is a major destination for Bangladeshi products mainly RMG, receiving nearly a fourth of Bangladesh's total exports. Bangladesh apparels are subjected to high tariff in the United States as opposed to zero tariffs to almost all other least developed countries in the world. Ambassador Ziauddin urged the United States to grant preferential market access (duty free and quota free) for Bangladeshi products as accorded to other developing countries of the Sub-Saharan Africa and the Caribbean.

Congresswoman Ed Royce welcomed the new Ambassador and assured him all necessary cooperation during his stay in the United States. Counsellor Political Nayem Uddin Ahmed of the Embassy accompanied the Ambassador during the meeting.

Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mali: bdoot_pwash@yahoo.com
Website : www.bdembassyusa.org

بسم الله الرحمن الرحيم

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

তারিখ : ১৯ নভেম্বর ২০১৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান এড রয়েস-এর সাথে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের সাক্ষাত

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান এডওয়ার্ড র‍্যান্ডাল ''এড'' রয়েস-এর সাথে আজ (বুধবার) ১৯ নভেম্বর ২০১৪ তাঁর ক্যাপিটল হিলস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন এবং কংগ্রেসম্যান এড রয়েস বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের উত্থানের বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে উগ্রবাদীদের যোগসূত্র, অর্থায়ন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। কংগ্রেসম্যান রয়েস বলেন, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান জংঙ্গীদের অর্থায়ন করে, সে সব প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রহিত করা অত্যাবশ্যক।

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের পুর্নবাসন ও উগ্র-অপশক্তির উত্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। রাষ্ট্রদূত জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সন্ত্রাস এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখছে। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রকে নিয়ে সন্ত্রাস দমনে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন যে, তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতকল্পে সরকার যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে উক্ত এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকার তৈরী পোশাক শিল্পকে একটি উৎপাদনমুখী ও টেকসই শিল্প হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। এ প্রসংগে রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন জিএসপি পূণর্বহালের ক্ষেত্রে কংগ্রেসম্যান এড রয়েস-এর সমর্থন কামনা করেন। কংগ্রেসম্যান এড রয়েস বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জানান, বাংলাদেশ তার মোট রপ্তানীর এক চতুর্থাংশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে কোন ধরণের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা পায় না। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা, বাংলাদেশের তেরী পোশাক শিল্পের বিকাশ ও সুপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

কংগ্রেসম্যান এড রয়েস রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিনকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানান এবং তার কর্মকালীন সময়ে সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দূতাবাসের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) নাঈম উদ্দিন আহমেদ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

Nayem Uddin Ahmed, Counselor (Political) Embassy of Bangladesh, Washington DC 20008,
Phone: 202-244-3838, Fax: 202-244-2771/7830, e-mail: bdoot_pwash@yahoo.com/ press.bew@gmail.com

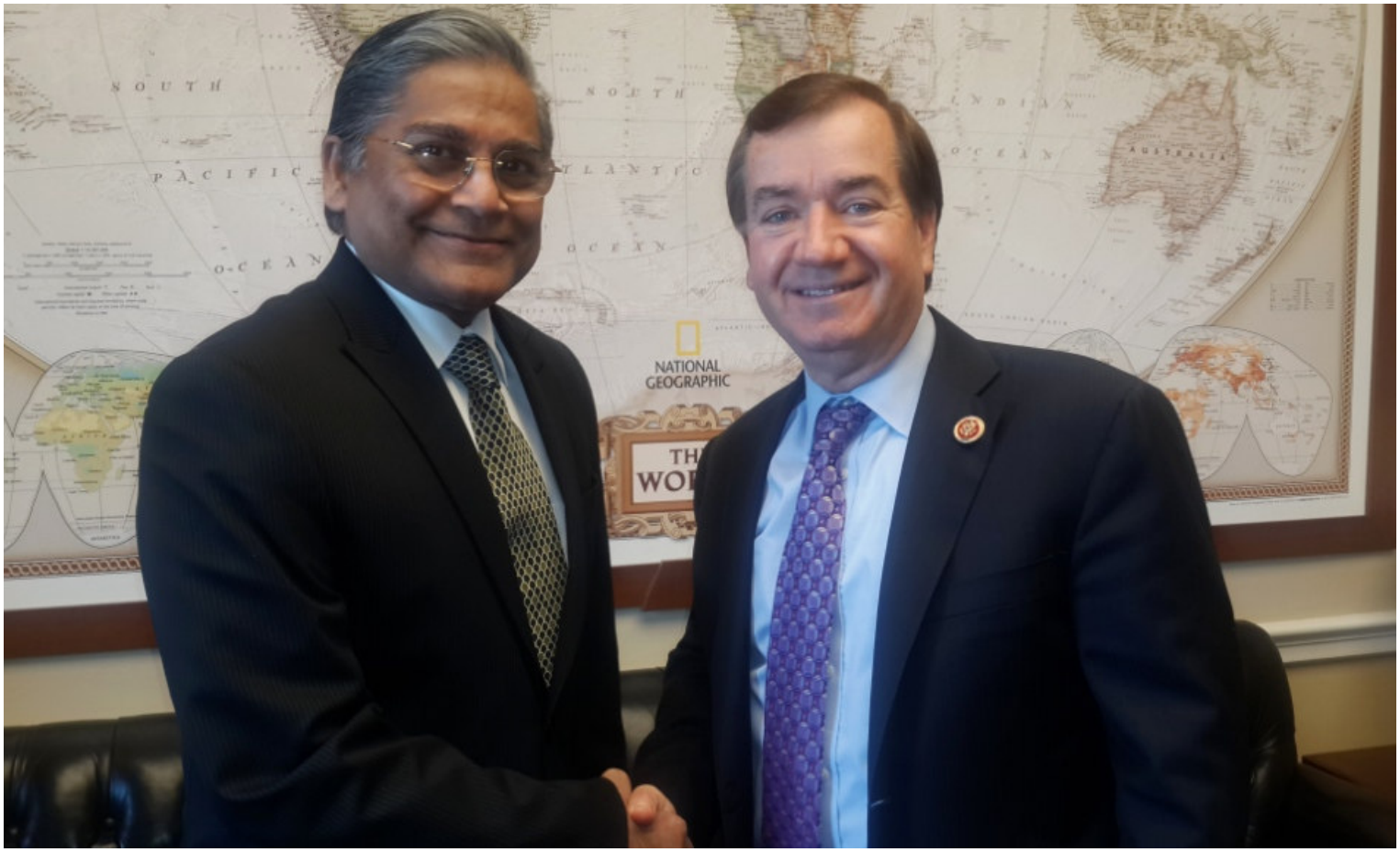
NATIONAL
GEOGRAPHIC